পিতৃতর্পণ

PRINT COPY

মহালয়ার পুণ্য তিথিতে দেবীপক্ষের সূচনায় পিতৃতর্পণ বা পূর্বপুরুষদের স্মরণ করা অত্যন্ত প্রীতিপ্রদ এবং আত্মবিশ্বাস প্রদায়ী একটি সংস্কার। যাঁরা কখনও এই পিতৃতর্পণ করেন নি, তাঁদের জন্য এই কয়েক ছত্র ভূমিকা প্রদত্ত হল। নিজেকে অব্রাহ্মণ ভাববেন না। জাতি, গুণ ও কর্মের বিভাগ মাত্র। গীতায় ভগবান বলেছেন – চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণ কর্ম বিভাগশঃ। যাঁরা শিক্ষিত তাঁরা সকলেই মন্ত্রোচ্চারণের অধিকারী। এই পিতৃতর্পণের উপকরণ জল ও তিল। যদি তিল না থাকে তবে অন্য কোন তৈলবীজ বা যব ব্যবহার করুন। যদি কিছুই যোগাড় করতে না পারেন, তবে যে কোন শস্য বা ফুল ব্যবহার করুন। উপচার মনযোগে সাহায্য করে, এই সব নিয়ে খুব বেশী বিব্রত হওয়ার প্রয়োজন নাই। স্মরণ করাই প্রধান উদ্দেশ্য। মহিলারা সমানভাবে তর্পণ করার অধিকারী।

জল সম্বন্ধে দু-একটি কথা বললে আরও প্রত্যয়ী হয়ে পূর্বপুরুষদের স্মরণ করতে পারবেন। এই সব শাস্ত্রোক্ত পদ্ধতি যে যুগে প্রণীত হয়েছিল, তখন নদী বা বড় সরোবরে স্নান করে জলে দাঁড়িয়ে তর্পণ করা খুবই সহজ ও স্বাভাবিক ছিল। হাইরাইজের উচ্চতলে বসবাসকারী এবং বিদেশে কর্মরত ব্যক্তিদের পক্ষে যা করা সম্ভব তাই এখানে বলা হল।

নিজের অভ্যাস মত স্নান করে নিন। একটু চন্দন বা অগুরু লাগাতে পারলে মন আরও সুন্দরভাবে প্রস্তুত হবে। জলদানই প্রধান কাজ। অতএব জলের কথায় আসা যাক। যদি নদীর বা সরোবর বা হ্রদের জল না পান, তবে মিনার‍্যাল ওয়াটার ব্যবহার করুন। সব অর্থেই এটা শুদ্ধ জল। কোষা কুষি থাকলে ভাল, না থাকলে বাচ্চাদের দুধ খাওয়ানোর ঝিনুক বা ছোট বাটিও চলতে পারে। তাম্রপাত্র না পেলে তামার টুকরো বা তার জলছুঁয়ে থাকা অবস্থায় পাত্রে রাখলে আরও ভাল হয়। যে জল তর্পণ করবেন, শ্রদ্ধাপূর্বক আসনপিঁড়ি হয়ে বসে সেই জল একটি গামলায় রেখে তারপর নিম্নোক্তমতে মন্ত্রোচ্চারণ করে শুদ্ধ করে নিন। সব সময় দক্ষিণমুখো হয়ে বসাই ভাল। তারপর পূর্বমূখে বসা।

জলশুদ্ধি

যে গামলায় জল রাখা হয়েছে। সেই গামলায় দক্ষিণ হস্ত 'অঙ্কুশমুদ্রা'য় করে আঙুল দিয়ে জল স্পর্শ করুন। যাঁরা 'অঙ্কুশমুদ্রা' জানেন না তাঁরা সবকটি আঙুল জলে ছোঁয়ান এবং ঐ অবস্থায় হাতটিকে রেখে নিম্নোক্ত মন্ত্রটি উচ্চারণ করুন। এর অর্থ : আপনার পাত্রটির জল উল্লিখিত পাবন পবিত্র নদীজলে পরিণত হল।

ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরী সরস্বতী।
নর্মদে সিন্ধু কাবেরী জলেঽস্মিন সন্নিধিং কুরু॥

সামবেদীয় তর্পণবিধি

আচমনের অনেকপ্রকার সংস্কার আছে। দৈবতীর্থ আচমন সকলের উপযোগী ও সরল। এই পদ্ধতিটিতে দক্ষিণহস্তের সবগুলি অঙ্গুলি জলে নিমজ্জনের পর হাত তুলে নিয়ে সব আঙুলের জল ওষ্ঠে ছিটিয়ে দিতে হয়। পরপর তিন বার নিম্নোক্ত মন্ত্রসহযোগে করলেই আচমন সম্পন্ন হয়।

ওঁ নমো বিষ্ণু নমো বিষ্ণু নমো বিষ্ণু।

নমঃ অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্বাবস্থাং গতোঽপি বা।
যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরে শুচিঃ॥

দুইবার আচমন করিয়া প্রাচীনাবীতি (যাঁদের পইতা নাই তাঁরা ইগনোর করুন) এবং দক্ষিণমুখ হইয়া করযোড়ে পাঠ করুন। [পইতা ডান কাঁধে রেখে, বাম দিকে ঝোলালে প্রাচীনাবীতি। অর্থাৎ উপবীতির বিপরীত]

ওঁ কুরুক্ষেত্রং গয়া গঙ্গা প্রভাসপুষ্করাণি চ।
তীর্থান্যেতানি পুণ্যানি তর্পণকালে ভবন্ত্বিহ॥

BANGODARSHAN.COM

উপবীত হইয়া, অর্থাৎ যে ভাবে সবসময় উপবীত থাকে, সেই ভাবে উপবীত রাখিয়া, পূর্বমুখ হইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠপূর্বক এক এক দেবতাকে এক এক বার জলদান করুন। জল দানের বিধি হল কুশী বা তাম্রপাত্রটিতে জল নিয়ে পাত্রটির জল ডান হাতের তালু ঘুরিয়ে ধীরে ধীরে মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে অপর একটি পাত্রে ঢেলে দিন।

১। ওঁ ব্রহ্মা তৃপ্যতাম্।

২। ওঁ বিষ্ণুস্তৃপ্যতাম্।

৩। ওঁ রুদ্রস্তৃপ্যতাম্।

৪। ওঁ প্রজাপতিস্তৃপ্যতাম্।

পরের জলদান প্রায় সব জীবের জন্য; মনে মনে সবার রূপ স্মরণ করুন।

৫। ওঁ দেবা যথাস্তথা নাগা গন্ধর্বাপ্সরসোঽসুরাঃ।
ক্রুরাঃ সর্পাঃ সুপর্ণাশ্চ তরবো জিহ্মগাঃ খগাঃ।
বিদ্যাধরা জলাধারাস্তথৈবাকাশগামিনঃ।
নিরাহারাশ্চ যে জীবাঃ পাপে ধর্মে রতাশ্চ যে।
তেষামাপ্যায়নায়ৈতদ্দীয়তে সলিলং ময়া॥

অতঃপর পশ্চিম মুখ হইয়া নিবীতি অর্থাৎ মালার মত করিয়া পইতা ধারণ করিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্র দুইবার পড়িয়া নিজের দিকে কুশীর জলের ধারার মুখ করিয়া অপর পাত্রে মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে ঢালিয়া তর্পণ করুন। যদি জলে দাঁড়াইয়া করেন, তবে কুশী ব্যবহার না করিয়া দুই অঞ্জলি জল নিজ গাত্রে ঢালিবেন। সর্বদাই ধীরে অর্থাৎ মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে জল ঢালুন।

ওঁ সনকশ্চ সনন্দশ্চ তৃতীয়শ্চ সনাতনঃ।
কপিলশ্চাসুরিশ্চৈব বোঢুঃ পঞ্চশিখস্তথা।
সর্বে তে তৃপ্তিমায়ান্তু মদ্দত্তেনাম্বুনা সদা॥

BANGODARSHAN.COM

উপবীতি ও পূর্বাভিমুখ হইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া এক এক মহর্ষিকে এক এক বার জলদান করুন। জল দানের বিধি হল কুশী বা তাম্রপাত্রটিতে জল নিয়ে পাত্রটির জল ডান হাতের তালু ঘুরিয়ে ধীরে ধীরে মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে অপর একটি পাত্রে ঢেলে দিন।

১। ওঁ মরীচিস্তৃপ্যতাম্।

২। ওঁ অত্রিস্তৃপ্যতাম্।

৩। ওঁ অঙ্গিরাস্তৃপ্যতাম্।

৪। ওঁ পুলস্ত্যস্তৃপ্যতাম্।

৫। ওঁ পুলহস্ত্যস্তৃপ্যতাম্।

৬। ওঁ ক্রতুস্তৃপ্যতাম্।

৭। ওঁ প্রচেতাস্তৃপ্যতাম্।

৮। ওঁ বশিষ্টস্তৃপ্যতাম্।

৯। ওঁ ভৃগুস্তৃপ্যতাম্।

১০। ওঁ নারদস্তৃপ্যতাম্।

১১। ওঁ দেবাস্তৃপ্যতাম্।

অনন্তর প্রাচীনাবীতি হইয়া নিম্নলিখিত প্রত্যেককে পিতৃতীর্থদ্বারা (পদ্ধতিটি ** চিহ্নিত অংশে বিবৃত) পাত্রে কয়েকটি তিল দিয়ে এক এক জলাঞ্জলি দানে তর্পণ করুন।

** বুড়ো আঙুল ও তর্জনীর মাঝের ফাঁককে 'পিতৃতীর্থ' বলে। কুশী বা পাত্রটি ডান হাতের আঙুলের সমান্তরাল ভাবে তালুর উপর রেখে ঢালার সময় ডানদিকে কাত করে বুড়ো আঙুল ও তর্জনীর ফাঁক দিয়ে ঢালতে হবে।

ওঁ অগ্বিষ্বাত্তাঃ পিতরস্তৃপ্যন্তামেতৎ সতিলোদকং তেভ্যঃ স্বধা।

ওঁ সোমাঃ পিতরস্তৃপ্যন্তামেতৎ সতিলোদকং তেভ্যঃ স্বধা।

ওঁ হবিষ্মন্তঃ পিতরস্তৃপ্যন্তামেতৎ সতিলোদকং তেভ্যঃ স্বধা।

ওঁ উষ্মপাঃ পিতরস্তৃপ্যন্তামেতৎ সতিলোদকং তেভ্যঃ স্বধা।

ওঁ সুকালীনাঃ পিতরস্তৃপ্যন্তামেতৎ সতিলোদকং তেভ্যঃ স্বধা।

BANGODARSHAN.COM

ওঁ বর্হিষদঃ পিতরস্তৃপ্যন্তামেতৎ সতিলোদকং তেভ্যঃ স্বধা।

ওঁ আজ্যপাঃ পিতরস্তৃপ্যন্তামেতৎ সতিলোদকং তেভ্যঃ স্বধা।

অতঃপর নিম্নলিখিত মন্ত্র তিনবার পাঠ করিয়া তিনবার পিতৃতীর্থের দ্বারা যমতর্পণ করুন। সব ব্যবস্থাই উপরের মত।

ওঁ যমায় ধর্মরাজায় মৃত্যবে চান্তকায় চ।

বৈবস্বতায় কালায় সর্বভূতক্ষয়ায় চ।

ঔড়ুম্বরায় দধ্নায় নীলায় পরমেষ্ঠিনে।

বৃকোদরায় চিত্রায় চিত্রগুপ্তায় বৈ নমঃ।

অনন্তর পিতৃতর্পণ করিতে হইবে। এই অংশে নিজ পিতা মাতা ও অন্যান্য পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে জলাঞ্জলি দেওয়া হয়। দক্ষিণমুখ হইয়া বসিয়া বা দাঁড়াইয়া (জলে) প্রাচীনাবীতি হইয়া পিতামাতা ও অন্যান্য পূর্বপুরুষদের জল তর্পণ পিততীর্থ দ্বারা করিতে হইবে। প্রথমে পিতৃগণের আহ্বান করার জন্য কৃতাঞ্জলি হইয়া পাঠ করুন:-

ওঁ আগচ্ছন্ত মে পিতর ইমং গৃহ্নন্ত্বপোঽঞ্জলিম্।

এর পর তিল সহ জল দ্বারা এক এক জন পূর্বপুরুষকে পিততীর্থ দ্বারা জলাঞ্জলি দানে তর্পণ করুন। নিম্নলিখিত মন্ত্রটিতে যাঁর নামে তর্পণ করা হচ্ছে তাঁর নাম, গোত্রনাম ও বর্ণ বসিয়ে ব্যবহার করতে হবে।

ওঁ বিষ্ণুরোম অমুকগোত্রঃ পিতা অমুকনাম অমুকবর্ণ তৃপ্যতামেতৎ সতিলোদকং তস্মৈ স্বধা।

নিজের গোত্র বলে ‘অমুকগোত্রঃ’ এর পাদপূরণ করুন। যেমন শাণ্ডিল্য কি ভরদ্বাজ ইত্যাদি।

পিতা বা মাতা বা পিতামহ ইত্যাদি বলা অপশন্যাল। অনেক নাম অনেকবার বলতে কনফিউশন হতে পারে বলে এটা বলা হয়। ‘পিতা অমুকনাম’ এর পাদপূরণ আত্মীয়ের সম্পর্ক ও তাঁর নাম যোগ করে করতে হবে। যেমন ‘পিতা অসীমকুমার’ ‘মাতা ইতিকা’ ‘মাতামহ যদুপতি’ ‘প্রপিতামহী মানময়ী’ ইত্যাদি।

BANGLADARSHAN.COM

ব্রাহ্মণেরা শর্মণঃ বা দেবশর্মণঃ, ক্ষত্রিয়েরা বর্মণঃ, বৈশ্যেরা সাধুঃ এবং শুদ্রেরা দাসঃ বলে 'অমুকবর্ণ' এর পাদপূরণ করবেন। বর্ণ উল্লেখ নাও করতে পারেন। শিক্ষিত ব্যক্তিরা নিজ কর্ম বা প্রফেশন অনুযায়ী বর্ণ স্থির করতে পারেন। বিবাহিত মহিলাদের ক্ষেত্রে স্বামীর গোত্র উল্লেখ করতে হবে। বর্ণস্থলে 'দেবী' বা 'দাসী' ব্যবহার করতে হবে। সকলেই 'দেবী' উল্লেখিত হওয়ার অধিকারী।

ঊর্ধ্বতন তিনপুরুষ অর্থাৎ প্রপিতামহ/মহী, প্রমাতামহ/মহী পর্যন্ত তিনবার করে তর্পণ করতে হবে। বাকী সব আত্মীয়দের ক্ষেত্রে একবার করলেই হবে। গোত্র না জানা থাকলে সম্পর্ক উল্লেখ করে তর্পণ করতে পারেন। কেবল স্বর্গত স্বজনদেরই তর্পণ করা হয়।

পরবর্তী তর্পণগুলির সামাজিক তাৎপর্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আপনি এগুলি মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে অনুষ্ঠান করার সময় ভারতের সনাতন চিন্তাধারার সর্বব্যাপকত্ব ও ভাবের মহানতা নিজ মনে অনুভব করবেন। সকলকে তর্পণ দ্বারা স্মরণ করে নিজেকে এই জগৎসংসারের এক সক্রিয় অংশরূপে প্রকাশ করতে পারবেন।

ভীষ্মতর্পণ:- পিতামহ ভীষ্ম ত্যাগের কারণে উত্তরপুরুষ বিহীন। তিনি সকলের তর্পণের যোগ্য।

ভীষ্মোদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত মন্ত্রোচ্চারণ করে তিনবার তিল ছাড়া জল পিতৃতীর্থ দ্বারা তর্পণ করুন।

ওঁ বৈয়াঘ্রপদ্যগোত্রায়* সাঙ্কৃতি প্রবরায় চ।
অপুত্রায় দদাম্যেতৎ সলিলং ভীষ্মবর্মণে॥

তিনবার ভীষ্মতর্পণের পর নিম্নোক্ত মন্ত্রে ভীষ্মদেবকে প্রণাম করুন।

ওঁ ভীষ্মঃ শান্তনবো বীরঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
আভিরদ্ভিরবাপ্নোতু পুত্রপৌত্রোচিতাং ক্রিয়াম্॥

অতঃপর নিম্নলিখিত মন্ত্র একবার পাঠ করিয়া একবার জল দ্বারা তর্পণ করিয়া জল ভূমিতে ফেলুন।

ওঁ অগ্নিদগ্ধাশ্চ যে জীবা যেঽপ্যদগ্ধাঃ কুলে মম।
ভূমৌ দত্তেন তৃপ্যন্তু তৃপ্তা যান্তু পরাং গতিম্॥

ইহার পর নিম্নলিখিত মন্ত্র একবার পাঠ করিয়া একবার জল দ্বারা তর্পণ করুন।

BANGODARSHAN.COM

ওঁ যেঽবান্ধবা বান্ধবা বা যেঽন্যজন্মানি বান্ধবাঃ।

তে তৃপ্তিমখিলাং য়ান্তু যে চাস্মত্তোয়কাঙ্ক্ষিণঃ॥

ইহার পর নিম্নলিখিত মন্ত্র তিনবার পাঠ করিয়া তিনবার জল দ্বারা তর্পণ করুন।

ওঁ আব্রহ্মভুবনল্লোকা দেবর্ষিপিতৃমানবাঃ।

তৃপ্যন্তু পিতরঃ সর্ব্বে মাতৃমাতামহাদয়ঃ॥

অতীতকুলকোটীনাং সপ্তদ্বীপ নিবাসিনাম্।

ময়া দত্তেন তোয়েন তৃপ্যন্তু ভুবনত্রয়ম্॥

ইহার পর নিম্নলিখিত মন্ত্র তিনবার পাঠ করিয়া তিনবার জল দ্বারা তর্পণ করুন।

ওঁ আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং জগত্তৃপ্যতু।

এইটি কভার-অল। যাঁরা শারীরিকভাবে সুস্থ নন, তাঁরা শুধু এই তর্পণটি করলেই কার্যসিদ্ধি হবে।

সর্বশেষ তর্পণটি স্নানবস্ত্র নিপীড়ন করে সেই জল ভূমিতে নিক্ষেপ করে করতে হবে। পরিধেয় বস্ত্র বা গায়ের চাদরের বা গামছার এক অংশ জলে ডুবিয়ে গায়ে দিন। এর পর নিম্নলিখিত মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে ধীরে ধীরে বস্ত্র নিঙড়ে সেই জল ভূমিতে ফেলুন।

ওঁ যে চাস্মাকং কুলে জাতা অপুত্রা গোত্রিণো মৃতাঃ।

তে তৃপ্যন্তু ময়া দত্তং বস্ত্রনিষ্পীড়নোদকম্॥

পরবর্তী সবগুলি ক্রিয়া দণ্ডায়মান অবস্থায় পূর্বমুখী হইয়া করুন।

তৎপরে পিতৃপ্রণাম করুন।

ওঁ পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম পিতা হি পরমং তপঃ।

পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্বদেবতাঃ॥

মাকে প্রণাম করুন।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপী গরিয়সী।

সূর্য্য প্রণাম করুন।

BANGLADARSHAN.COM

ওঁ জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং।
ধান্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্॥

অতঃপর কৃতাঞ্জলি হইয়া পাঠ করুন।

ওমদ্য কৃতৈতৎ তর্পণকর্মাচ্ছিদ্রমস্তু। ওমেত্যাদি - কৃতেঽস্মিন্ তর্পণকর্মণি যদ্‌বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষপ্রশমনায় ওঁ বিষ্ণুস্মরণং করিষ্যে।

ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ বিষ্ণুঃ,
ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ বিষ্ণুঃ॥

একভাবে কৃতাঞ্জলি হইয়া পরবর্তী মন্ত্রপাঠের দ্বারা অনুষ্ঠানের সমাপন করুন।

ওঁ অজ্ঞানাদ্ যদি বা মোহাৎ প্রচ্যবেতাধ্বরেষু যৎ।
স্মরণাদেব তদ্বিষ্ণোঃ সম্পূর্ণং স্যাদিতি শ্রুতি॥
ওঁ প্রীয়তাং পুণ্ডরীকাক্ষঃ সর্বযজ্ঞেশ্বরো হরিঃ।
তস্মিংস্তুষ্টে জগত্তুষ্টং প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ॥
ময়া যদিদং তর্পণকর্ম কৃতং তৎ সর্বং
ভগবদ্‌বিষ্ণুচরণে সমর্পিতম্॥

* ভীষ্মের গোত্র বৈয়াঘ্রপাদ কিন্তু মহাভারতে বৈয়াঘ্রপদ্য লেখা হয়েছে বলে ব্যাসদেবের এই ভুলটি শাস্ত্রে বয়ে বেড়ানো চলছে।

BANGGODARSHAN.COM